২২ বছরের পথচলায় বই, স্যালাইন আর ভালোবাসা

কুষ্টিয়ার ব্যস্ত শহর কিংবা নিরিবিলি গ্রাম—যেখানেই চোখ যায়, সেখানেই দেখা মেলে এক পরিচিত দৃশ্য। কাঁধে একটি ব্যাগ, ভেতরে স্বরবর্ণের বই আর খাবার স্যালাইন—এই নিয়েই নিরলস ছুটে চলেছেন কাজী সোহান শরীফ। টানা ২২ বছর ধরে তিনি হয়ে উঠেছেন পথশিশু, প্রতিবন্ধী ও অসহায় মানুষের এক নির্ভরতার নাম।
পথেই তার কর্ম, মানুষই তার প্রেরণা মানবসেবা তার কাছে কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেখানে অবহেলিত শিশু, যেখানে অসহায় মানুষ—সেখানেই উপস্থিত সোহান। কখনো বই দিয়ে শিশুদের হাতে তুলে দেন শিক্ষার আলো, আবার কখনো স্যালাইন দিয়ে লড়াই করেন জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে। তার এই পথচলায় নেই কোনো প্রচারণা, নেই প্রাপ্তির হিসাব। মানুষের হাসিই তার একমাত্র প্রাপ্তি।
বই আর স্যালাইন—দুটি অস্ত্রেই লড়াই প্রতি বছরের শুরুতে নতুন বই নিয়ে পথশিশুদের মাঝে হাজির হন তিনি। অক্ষরজ্ঞানহীন শিশুদের হাতে তুলে দেন স্বরবর্ণের বই, খাতা-কলম। অন্যদিকে বছরের পুরো সময়জুড়েই চলে খাবার স্যালাইন বিতরণ, যা ডায়রিয়া প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
গরমে স্যালাইন, শীতে কম্বল, উৎসবে সেমাই-চিনি—প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন তিনি।
উদ্ভাবনী চিন্তায় এক ধাপ এগিয়ে মানবসেবার পাশাপাশি উদ্ভাবনেও নিজেকে আলাদা করে তুলেছেন সোহান। মশা নিধনের জন্য তৈরি করেছেন ফগার মেশিন। অন্ধদের জন্য বানিয়েছেন আল্ট্রা সেন্সর চশমা ও লাঠি, যা সামনে বাধা থাকলে সংকেত দিয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করে। মাত্র তিন মাসের প্রচেষ্টায়, ইউটিউব দেখে এবং নিজের মেধা কাজে লাগিয়ে এই প্রযুক্তি তৈরি করেছেন তিনি—স্বল্প খরচে, সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে।
নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নীরব কাজ সমাজের লজ্জা ও সংকোচ ভেঙে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও কাজ করছেন সোহান। অনেকেই সরাসরি নিতে সংকোচ বোধ করায় তাদের মায়েদের মাধ্যমে পৌঁছে দেন স্যানিটারি ন্যাপকিন। পাশাপাশি জরায়ু ক্যানসার প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির কাজও করে যাচ্ছেন।
সংগ্রাম থেকে উঠে আসা এক মানুষ খোকসা উপজেলার কালিবাড়ি এলাকায় জন্ম নেওয়া সোহানের শৈশব কেটেছে অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। সেই কষ্টই তাকে শিখিয়েছে অন্যের কষ্ট বুঝতে। ১৮ বছর বীমা কোম্পানিতে চাকরির পর তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন প্রতিবন্ধীদের জন্য সার্জিক্যাল পণ্য তৈরি।

বর্তমানে কুষ্টিয়া শহরে নিজের ছোট পরিসরের কর্মস্থলে হুইলচেয়ার, কৃত্রিম হাত-পা তৈরি করেন। গরিবদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি কোনো লাভ নেন না।
প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে নীরবে। তার কাজের প্রভাব এখন দৃশ্যমান—
বহু পথশিশু প্রথমবারের মতো বই হাতে পেয়েছে। স্যালাইনের মাধ্যমে ডায়রিয়ার ঝুঁকি কমছে। প্রতিবন্ধীরা পাচ্ছে সহায়ক যন্ত্র
অন্ধদের জন্য প্রযুক্তি তৈরি নতুন সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। স্থানীয়দের কাছে তিনি এখন এক আস্থার নাম, এক মানবিকতার প্রতীক।
চ্যালেঞ্জ আছে, তবুও থামেননি। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বা নিয়মিত অর্থায়ন ছাড়াই এই দীর্ঘ পথচলা সহজ নয়। তবুও থেমে থাকেননি সোহান। নিজের সীমিত সামর্থ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছেন মানুষের পাশে থাকার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন
তার স্বপ্ন আরও বড়—
নিজের কাজকে একটি সংগঠনের মাধ্যমে বিস্তৃত করা, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা, আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো। এই লক্ষ্য পূরণে তিনি সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা কামনা করছেন।
কাজী সোহান শরীফ প্রমাণ করেছেন—মানবতার জন্য কাজ করতে বড় অর্থের প্রয়োজন নেই, দরকার বড় একটি মন। তার এই নিরলস পথচলা শুধু কুষ্টিয়ার গর্ব নয়, পুরো দেশের জন্যই এক অনুপ্রেরণার গল্প।

ঝিনাইদহর সাংবাদিকতা ও একজন আজাদ রহমান বই এর মোড়ক উন্মোচন

ঝিনাইদহর সাংবাদিকতা ও একজন আজাদ রহমান বই এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ড.বি এম রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন, সাবেক উপাধ্যক্ষ এনএম শাহ জালাল, অধ্যক্ষ (অব:) সুষেন্দু ভৌমিক, সাবেক উপাধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, সিটিজেন ফোরামের আহবায়ক ফজলুর রহমান খুররম, জেলা রিপার্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব

সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, আলী কদর প্রমূখ।

প্রথম আলো পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমানের কর্মময় জীবন, ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলার সাংবাদিকতা, শিল্প. সাহিত্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং গৌররোজ্জল ইতিহাস সংকলন করা হয়েছে বইটিতে। বইটি প্রকাশ করেছে বেগবতি প্রকাশনি। ঝিনাইদহের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং গবেষক সুমন শিকদার ৩৫২ পৃষ্ঠার বইটির মাধ্যমে ঝিনাইদহ কে নিয়ে তার সাহিত্য কর্ম ফুটিয়ে তুলেছেন।

অনুষ্ঠানে আজাদ রহমান বলেন, সুমন শিকদার অনবদ্য এই কাজটি করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। ঝিনাইদহের ইতিহাস সমৃদ্ধ বইটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ দেখাবে।

হরিণাকুণ্ডুতে প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন হুবহু গাইড বই এর ফটোকপি

হরিণাকুণ্ডুর প্রিয়নাথ স্কুলের প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার বাংলা প্রথম পত্রের সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন হুবহু পাঞ্জেরী গাইডের মডেল টেস্ট থেকে ফটোকপি করে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র প্রশ্নের উপরে স্কুলের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রশ্নেই গত ২৪ জুন মঙ্গলবার বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা নেওয়া হয়। অথচ কথা ছিল শিক্ষক নিজেই প্রশ্ন করবেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষক করলেন হুবহু নকল।

এদিকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের নিদের্শনা মোতাবেক এ বৎসর প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে জানিয়েছেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। তবে শিক্ষার্থীর উপকারের স্বার্থে বিশেষ নামে কেউ পরীক্ষা নিতে পারে তবে সেটা তারা নিজেরা প্রশ্ন প্রনয়ন করে নিবে কারও প্রশ্ন নকল

কেও নয়।

কিন্তু প্রাক নির্বাচনীর নামে পরীক্ষা নেওয়া যাবেনা। যদি কোন স্কুল প্রাক নির্বাচনীর নামে পরীক্ষা নেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুর প্রিয়নাথ স্কুলের প্রশ্ন প্রস্তুতকারী শিক্ষক সালাউদ্দীন বুলু জানান, প্রশ্ন করার জন্য একটি কম্পিউটারের দোকানে গিয়েছিলাম কিন্তু দোকানদার আমাকে বলে ছিলো আমার সময় নেই। তিন সেট প্রশ্ন করা আছে সেখান থেকে একটি সেট নেন। তখন আমি আমার পড়ানো অনুযায়ী একটি সেট পচ্ছন্দ করি। তারপর প্রশ্ন সেট করে স্কুলে জমা দিই। কিন্তু পরীক্ষার পর বিষয়টি জানতে পারি। পরবর্তীতে আর এমন হবে না বলে তিনি জানান। বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

হরিণাকুণ্ডু প্রিয়নাথ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ হাসানুজ্জামান বাদল বলেন, আমি শিক্ষকদের সবসময় নিজে প্রশ্ন করার কথা বলি। তারপরও একজন শিক্ষক ভুল করে ফেলেছে। আমি কঠিন হস্তে দেখভাল করবো যাতে পরবর্তীতে আর এমন ঘটনা আর না ঘটে।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা আব্দুল বারী বলেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে ডাকা হয়েছে। তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হরিণাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বি.এম তারিক-উজ-জামান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। বিষয়টি খোজ খোবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান।

ঝিনাইদহ জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো লুৎফর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীর উপকারের স্বার্থে বিশেষ নামে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তবে কোন গাইড থেকে প্রশ্ন করা যাবেনা। এছাড়া সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অথ্যাৎ যশোর বোর্ডের নিদের্শনা অনুযায়ী এ বৎসর প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা আগষ্ট মাসে হওয়ার কথা রয়েছে।

কিন্তু প্রাক নির্বাচনীর নামে পরীক্ষা নেওয়া যাবেনা। যদি কোন স্কুল প্রাক নির্বাচনীর নামে পরীক্ষা নেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আরো জানান।

ঝিনাইদহে বইয়ের দাবিতে লাল পতাকা মিছিল

ঝিনাইদহে শিক্ষার্থীদের বইয়ের দাবিতে লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এ মিছিলের আয়োজন করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্ত্বরে এসে শেষ করে। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় জেলা বাসদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান আসাদ, জেলা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক শারমীন সুলতানা, সরকারি কেসি কলেজ শাখার আহ্বায়ক নুসরাত জাহান সাথী বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, শিক্ষাবর্ষের দুইমাস পেরিয়ে গেলেও সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষাথীরা এখনো বই পায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে বাজারে ওইসব বই বিক্রি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা শিক্ষার্থীদের বই দিতে নানা রকম তালবাহনা করছে। এর মধ্যে আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হঠাৎ করে দীর্ঘ দিনের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষা নিয়ে এসব তালবাহনা বন্ধ করে অনতিবিলম্বে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

মিছিলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই শতাধিক শিক্ষার্থীরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলে ঝিনাইদহ শহর।

প্রকাশিত হলো মেহেরপুরের লেখক খালিদ মোশারফের বই

মেহেরপুরের সন্তান খালিম মোশারফের ’শিক্ষা ও শিক্ষক’ বইটি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার সহজ প্রকাশ থেকে। বইটি বাংলাদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে। বইটি অনলাইনে রকমারি থেকে কেনা যাবে। মেহেরপুরের রাজ্জাক লাইব্রেরিতে বইটি পাওয়া যাচ্ছে। অথবা এই নম্বরে ০১৭৭৬১৬২২২৮ কল দিয়ে বইটি সংগ্রহ করতে পারেন।

যে কোন পাঠক বইটি পড়লে প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশু শিখন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। ‘শিক্ষা ও শিক্ষক’ বই এর প্রতিটি প্রবন্ধ প্রাথমিক শিক্ষা জগতকে শিশু, শিক্ষক ও অভিভাবকদের চোখ দিয়ে দেখার একটি সাবলীল পাঠ হিসেবে কাজ করে। এই বইটি শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান গতিধারা অন্বেষণে আগ্রহী করে তুলবে।

লেখক খালিদ মোশারফ বর্তমানে ইন্সট্রাক্টর (জেনারেল) হিসেবে পিটিআইতে কর্মরত আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর থেকে ২০১২ সালে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষামূলক প্রজেক্টে কাজ করেছেন। তিনি জাতীয় পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখেন। বইটিতে তিনি শিক্ষা নিয়ে তার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।

‘১০৭৯ দিনের চুয়াডাঙ্গা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলামের লেখা ‘১০৭৯ দিনের চুয়াডাঙ্গা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার ২৭ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে বইটির মোড়ক

উন্মোচন করা হয়।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. জি এম তারিকুল ইসলাম, শিক্ষক ও প্রকাশক রফিকুল ইসলাম।

১০৭৯ দিনের চুয়াডাঙ্গা’ বইটি প্রকাশ করেছে রাদ্ধ প্রকাশ। মো. জাহিদুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বপালন করার সময়ের ঘটনাবলি নিয়ে বইটি লেখা।

মো. জাহিদুল ইসলাম বর্তমানে সিআইডি পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি নিয়মিত লেখালেখি করে থাকেন।

৩৫ বছর ধরে ফেরি করে বই ও পত্রিকা বিক্রি করেন লোকমান হোসেন

থানাপাড়া এলাকার বাসিন্দা পত্রিকা পরিবেশক লোকমান হোসেন। শহরের মজমপুর এর গেটে পত্রিকার পাশাপাশি শিশুদের বই সহ বিভিন্ন ধরনের বই হেঁটে হেঁটে ফেরি করে বিক্রি করেন। দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে তিনি এই বই ও পত্রিকা বিক্রির সাথে সম্পৃক্ত। পত্রিকা ও বই বিক্রি করেই সংসার চালিয়েছেন। দুই মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং বিয়েও দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘আমি মজমপুর গেট এলাকায় প্রতিদিন পত্রিকা বিক্রি করি। বই ও পত্রিকা বিক্রি করে মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকার মতো উপার্জন হতো। আগের তুলনায় এখন ব্যবসা নেই। লোকসমাগম না থাকায় এ মাসে কোন আয়ও নাই। আমরা মানুষের কষ্টের কথা সবাইকে জানাতে ছুটে চলি। কিন্তু আমার কষ্টের কথা শোনার মানুষ নেই।’

কুষ্টিয়ায় স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রিকা আছে ৩৭টি। এছাড়াও ২০টি

সাপ্তাহিক পত্রিকা ও তিনটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়া থেকে। সবমিলিয়ে এ জেলা থেকে নিয়মিত ৬০টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় পত্রিকার গুরুত্ব থাকলেও নাগরিকদের হাতে হাতে এসব পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া পরিবেশকদের গুরুত্ব তেমন নেই। দেশের ক্রান্তিকালে এই পত্রিকা পরিবেশকদের খোঁজ কেউ রাখছে না।

করোনাভাইরাস প্রার্দুভাবে কার্যত অচল কুষ্টিয়া জেলা। পত্রিকা বের হচ্ছে না। এই বাস্তবতায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাদের। বর্তমানে আশিভাগ পত্রিকার পরিবেশক খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছে।

প্রবীণ পত্রিকা পরিবেশক রবিউল ইসলাম রবি জানান, তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে পত্রিকা বিতরণ করেন। প্রতিদিন তার দুইশ পত্রিকা বিক্রি হতো। বর্তমানে পত্রিকা বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কর্মহীন, বেকার। তাই উপার্জনও নেই। ঘরে অভাব।

কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু বলেন, ‘জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে পরিবেশকদের কিছু ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে পত্রিকা পরিবেশকদের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।’

ঝিনাইদহে শিক্ষকের বাড়িতে সরকারি বই

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না বাজার কারীগরি স্কুল এন্ড বিএম কলেজের প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে বিনামূল্যে বিতরণ করা সরকারি বই।

রবিবার সকালে সরেজমিনে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে কোন ছাত্র ছাত্রী নাই এবং বিদ্যালয়টি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য আনা বই ঘরের মধ্যে স্তুপ করে রাখা হয়েছে।

এবিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক নাসরিন আক্তার বলেন আমি

যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ছাত্র ছাত্রী পায় নাই এজন্য ছাত্র ভর্তি করেনি, পরে ছাত্র পেলে ভর্তি করে তাদের কে বই দেওয়া হবে, এজন্য সরকারী বই আমার বাসায় রেখে দিয়েছি। ছাত্র না পেলে স্কুলটি না চালানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন তার চাহিদামত সব বই দেওয়া হয়নি। মাত্র ৪০ সেট বই পাওয়া গেছে বলে তিনি দাবি করেন।

বিষয়টি সম্পর্কে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এম এ আরিফ সরকার বলেন ছাত্রের চাহিদা মাফিক আমরা বই দিই, তবে সেটা প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে রাখার কোন এখতিয়ার নেই। যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করবো এবং বই ফেরত আনার ব্যবস্থা করছি।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ

বই উৎসবের মধ্যে দিয়ে ঝিনাইদহের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করা হয়।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লক্ষী রানী পোদ্দার, সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মাদ আব্দুল মালেকসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন বই পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা। তাদের মাঝে ছিল উৎসবের আমেজ।

শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা জানান, এ বছর জেলার ৬ উপজেলায় ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৬৬ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৮ লাখ ৮৫ হাজার ৪’শ ৩৪ টি বই

বিতরণ করা হবে।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

কোটচাঁদপুরে উৎসব মূখর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সারা দেশের ন্যায় ঝিনাইদহের কোটচাদপুর উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-মাদরাসায় উৎসব মূখর পরিবেশে বই বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বেলা ১২ টার দিকে কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে বিদ্যালয় মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের নুতন বই তুলে দেয়া হয়।

প্রধান শিক্ষক মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে বই বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি নাজনীন সুলতানা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রতন মিয়া, সহকারি প্রধাণ শিক্ষক এমদাদুল হক, প্রেসক্লাব সভাপতি শেখ নজরুল ইসলাম,সাংবাদিক এসএম রায়হান উদ্দীন প্রমূখ।

অপরদিকে উপজেলার পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসব মূখর পরিবেশে বই বিতরণ করা হয়।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ গোলাম সরওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ

রতন মিয়া, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইসাহাক আলী, সহকারি প্রধান শিক্ষক হুমায়ন কবির,সাংবাদিক মঈন উদ্দীন খানসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

এবছর উপজেলার ২২ টি মাধ্যমিক ৩ টি নিম্ন মাধ্যমিক ও ৯ টি মাদরাসায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩’শ বই বিতরণ করা হয়।

– মঈন খান.কোটচাঁদপুর